তা'লীমুল কুরআন মুয়াল্লিম প্রশিক্ষণে উদ্বোধনী বক্তব্য

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا - مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِىَ لَهٗ - وَنَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَنَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ - وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰٓى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَسَلَّمَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ۝ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيْهِمْ ط اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝

"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌রই জন্য। আমরা তাঁহারই প্রশংসা করি। তাঁহার কাছে সাহায্য কামনা ও ক্ষমা ভিক্ষা করি এবং আমরা সমস্ত মন্দ কাজ হইতে আল্লাহ্‌র নিকট পানাহ চাই। আল্লাহ যাহাকে হেদায়াত করেন কেহই তাহাকে গোমরাহ (পথভ্রষ্ট) করিতে পারিবে না। আল্লাহ্‌ যাহাকে গোমরাহ করেন কেহই তাহাকে হেদায়াতও করিতে পারিবে না। আমরা সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ব্যতিত কোনো মাবুদ নাই। আমরা আরো সাক্ষ্য দিতেছি যে, হযরত মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহ্‌র বান্দাহ ও তাঁহার রসূল। আল্লাহ্‌ তা'য়ালার করুণা, বরকত ও শান্তি বর্ষিত হউক তাঁহার (মুহাম্মাদ সা.-এর) উপর এবং তাঁহার পরিবার-পরিজন ও সাহাবীদের উপর। অতপর আশ্রয় চাই আল্লাহ্‌র নিকট অভিশপ্ত শয়তান হইতে। শুরু করছি আল্লাহ্‌র নামে যিনি পরম দয়ালু ও মেহেরবান।"

AHSAN PUBLICATION

(ইব্রাহিম (আ.) খানায়ে কাবা তৈরি করিয়া এই দু'য়াটি করিয়াছিলেন। আল্লাহ তা'য়ালা পসন্দ করিয়া তাহা সূরা বাকারার ১২৯ নং আয়াতে উল্লেখ করিয়াছেন) "হে আমাদের রব! তাহাদের জন্য তাহাদের জাতির মধ্য হইতে তাহাদের এমন একজন রসূল প্রেরণ করো; যিনি তাহাদেরকে তোমার আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করিয়া শুনাইবেন। তাহাদেরকে কিতাব ও হিকমাতের শিক্ষা দান করিবেন এবং পবিত্রতা শিক্ষা দিবেন।"

আল্লাহ তা'য়ালা ইব্রাহিম (আ.)-এর দু'য়া কবুল করিয়া আমাদের জন্য সূরা জুমার ২নং আয়াতে ঘোষণা করিয়াছেন :

هُوَ الَّذِىْ بَعَثَ فِى الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ.

"তিনিই উম্মিগণের মধ্য হইতে তাঁহাদেরই একজনকে পাঠাইয়াছেন রসূলরূপে, যিনি তাহাদের নিকট তেলাওয়াত করেন আল্লাহ তা'য়ালার আয়াতসমূহ এবং তাহাদেরকে পবিত্র করেন এবং শিক্ষা দেন কিতাব ও হিকমাত।"

অনুরূপ কথা আল্লাহ তা'য়ালা সূরা বাকারার ১৫১ এবং সূরা আলে ইমরানের ১৬৪নং আয়াতেও ঘোষণা করিয়া রসূল (সা)-এর উপর গুরুত্বপূর্ণ ৪টি দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছেন : (১) তা'লীমুত্ তিলাওয়াত (২) তা'লীমুত্ তাজকিয়া (৩) তা'লীমুল কিতাব (৪) তা'লীমুল হিকমাত বা (কৌশল)।

তা'লীমুল কুরআনের জন্যে ৪টি দায়িত্বকে মৌলিক কর্মসূচী হিসাবে টার্গেট করিয়া কার্যক্রম শুরু করা আমাদের প্রত্যেকেরই নৈতিক দায়িত্ব।

يَتْلُوا তেলাওয়াতের ব্যাখ্যা আল্লাহ তা'য়ালা সূরা বাকারার ১২১ নং আয়াতে এরশাদ করিয়াছেন : الَّذِينَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَتْلُوْنَهٗ حَقَّ تِلَاوَتِهٖ ۗ "যাহাদেরকে আমি কিতাব দিয়াছি তাহারা তাহা এমনভাবে তেলাওয়াত করে যেমন তেলাওয়াত করা হক (উচিত)"।

হকের ব্যাখ্যা বিশ্ববিখ্যাত তাফসিরগ্রন্থ 'ইবনে কাছিরে' ইবনে মাস'উদ (রা.) বর্ণনা করিয়াছেন এইভাবে : "কুরআনের হালালকে হালাল এবং হারামকে হারাম মনে করিয়া অবশ্যই কুরআনের ব্যাখ্যা সহীহ হাদীস অনুযায়ী আমল করা। আর ইহার কোনো অংশকে স্থানচ্যুত বা পরিবর্তন না করা।" অর্থাৎ তাজবীদ সহকারে বিশুদ্ধভাবে কুরআন পড়া।

অতএব উপরে বর্ণিত তিনটি হক আদায়ের নিমিত্তে বিশুদ্ধ তেলাওয়াতের সাথে সাথে ৩০ পারা কুরআন শরীফ একবার হইলেও বুঝিয়া পড়িয়া 'খতম' দেওয়া প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর একান্ত কর্তব্য। তাহা না হইলে নিজ জ্ঞানে হালাল-হারাম জানা যাইবে না।

AHSAN PUBLICATION

মুয়াল্লিম প্রশিক্ষণের গুরুত্ব ও মর্যাদা :

মুয়াল্লিম প্রশিক্ষণের গুরুত্ব অনুধাবন করিতে হইলে প্রথমে আমাদের জানিতে হইবে 'মুয়াল্লিম' শব্দের অর্থ এবং ইহার গুরুত্ব ও মর্যাদা। 'মুয়াল্লিম' আরবী শব্দ। ইহার বাংলা অর্থ 'শিক্ষক।' যেহেতু কুরআন সর্বপ্রথম আল্লাহ তা'য়ালাই শিক্ষা দিয়াছেন : اَلرَّحْمٰنُ عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ "তিনিই রহমান যিনি কুরআন শিক্ষা দিয়াছেন।" (সূরা আর রাহমান : ১ নং আয়াত)

তাহা হইলে বুঝা গেল- কুরআনের মূল শিক্ষক স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। কুরআনের মুয়াল্লিমগণ মূল শিক্ষকের সাহায্যকারী نَصَرُوا لِلّٰهِ অর্থাৎ আল্লাহ্‌র সাহায্যকারী। যেহেতু আপনারা 'তা'লীমুল কুরআনের মুয়াল্লিম' এবং 'আল্লাহ্‌র সাহায্যকারী' তাই আপনাদেরকে আল্লাহ্‌র রঙে রঙিন হইতে হইবে। দেখুন! আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন তাঁহার রং ধারণ করিবার জন্য :

صِبْغَةَ اللّٰهِ ۚ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ صِبْغَةً ۚ وَّنَحْنُ لَهٗ عٰبِدُوْنَ ○

সূচিপত্র

১। হেদায়াত ১১
২। ইলমে তাজভীদের প্রয়োজনীয়তা ১৩
৩। পুর্ব প্রস্তুতি ১৪
৪। হরফ শেনাসী [বর্ণের পরিচয়] ২১
৫। হরকত শেনাসী ৩৮
৬। মুরাক্কাবাত শেনাসী ৪০
৭। হরকতের মাশ্‌ক [হরকতের অনুশীলন] ৪৬
৮। তানভীনের মাশ্‌ক ৫১
৯। জযমের মাশ্‌ক ৫৪
১০। ক.লক.লার হরফ শিক্ষা ও মাশক ৫৬
১১। তাশদীদের মাশ্‌ক ৫৭
১২। ওয়াজিব গুন্নাহ শিক্ষা ও মাশক ৬১
১৩। মদ শিক্ষা ৬৩
১৪। নূনে সাকিন ও তানভীন শিক্ষা ৭৪
১৫। মীমে সাকিন শিক্ষা ৮০
১৬। লফজ আল্লাহ্‌র লাম পড়িবার নিয়ম ৮৩
১৭। 'র' হরফ মোটা ও চিকন করিয়া পড়িবার নিয়ম ৮৪
১৮। নূনে কুত্‌নী শিক্ষা ৮৮
১৯। সাক্‌তা, ওয়াক্‌ফ শিক্ষা ৮৮-৮৯
২০। আযান ও ইক.মাত ৯২
২১। নামাযের কতিপয় দু'য়া, দু'য়ায়ে মাস্‌নূন ৯৩-৯৭
২২। সি.ফাতের বিবরণ ৯৯
২৩। আউজুবিল্লাহ্‌ ও বিস্‌মিল্লাহ্‌ পড়িবার পদ্ধতি ১০৫
২৪। ইদগ.ামের বিবরণ ১০৬
২৫। আল-কুরআনুল কারীম, হাদীস শরীফ ১০৭-১১০
২৬। কুরআন শরীফ শুদ্ধ করিয়া পড়িবার সাধারণ ও সহজ পদ্ধতি ১১৫
২৭। নিরক্ষর বয়স্কদের সহীহ নামায শিক্ষা ১২০
২৮। ইলমে তাজভীদের প্রয়োজনীয়তা ও আরও কিছু বিষয়, হরকত, তানভীন, জযম, তাশদীদের বিধান, ক.লক.লার মতভেদ ১২১-১২৪
২৯। গুন্নাহ ও মদের পরিমাণ ১২৪
৩০। আলিফ লাম ও হামযায়ে ওসল পড়ার নিয়ম ১২৫
৩১। ইশমামও কুরআন মজিদ ৭ হরফে নাজিল হয়েছে ১২৭
৩২। আরবী চন্দ্রমাস ও সাত দিনের নাম ১৩২
৩৩। মুসলিম জীবনের গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় ও আল্লাহ তায়ালার ৯৯ নাম ১৩৩-১৩৯
৩৪। মু'য়াল্লিম প্রশিক্ষণ নিসাব বা পাঠ্যসূচী ১৪০-১৪৬
৩৫। তা'লীমুল কুরআনে বাংলায় উচ্চারণের কতিপয় নিয়মাবলী ১৪৭
৩৬। তথ্য কণিকা ১৪৮

AHSAN PUBLICATION

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

হেদায়াত

আল্লাহ তা'আলা মহান। তাঁহারই প্রদত্ত হেদায়াত আল-কুরআন (اَلْقُرْاٰن)। এই কুরআনের তা'লীম দীনি শিক্ষার একমাত্র ভিত্তি। এইরূপ মহান খিদমতের জন্য বিশেষ গুণাবলীর প্রয়োজন। তাই এইদিকে লক্ষ্য রাখিয়া নিম্নলিখিত গুণাবলীর বর্ণনা দিতে চেষ্টা করিয়াছি। আল্লাহ্ তা'আলা এই কাজ সম্পন্ন করিবার তাওফীক দিন। আমীন॥

◆ **শিক্ষকগণের ৯ প্রকারের দোষমুক্ত হওয়া একান্ত প্রয়োজন ঃ**

(১) حِرْصْ – লোভ-লালসা
(২) اَمْلْ – আকাঙ্খা
(৩) غَضَبْ – রাগ
(৪) دُرُوْغْ – মিথ্যা
(৫) غِيْبَتْ – পরনিন্দা
(৬) بُخْلْ – কৃপণতা
(৭) حَسَدْ – হিংসা-বিদ্বেষ
(৮) كِبْرْ – অহংকার
(৯) رِيَاءْ – লোক দেখানো

◆ **শিক্ষকগণকে ৭টি গুণ অর্জন করিতে হইবে ঃ**

(১) متحمل مزاج – মেজাজের ভারসাম্যতা
(২) خوش اخلاق – সচ্চরিত্রতা
(৩) نيك خو – সৎ উদ্দেশ্য ও ন্যায়-নীতির অনুসারী
(৪) بردبارى – সহনশীলতা
(৫) قناعت – স্বল্পে তুষ্টি
(৬) صبر – ধৈর্য্যশীলতা
(৭) شكر – কৃতজ্ঞতা

◆ **শিক্ষকের ভাষাগত ৩টি গুণ থাকা অপরিহার্য ঃ**

(১) ধীরস্থিরতা
(২) সহজতা
(৩) মধুরতা

বইয়ের কলেবর বড় হওয়ার আশংকায় উপরের দোষ-গুণাবলীর বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়া হয় নাই।

AHSAN PUBLICATION

হরফ শেনাসী
(বর্ণের পরিচয়)

* হরফ শেনাসীতে ৫টি কাজ ঃ

(১) উনত্রিশটি হরফকে ৯ ভাগে শিক্ষা দেওয়া।
(২) এক নং নকশা চার প্রকারে পড়ানো।
(৩) নুক্তাওয়ালা হরফ ও নুক্তা ছাড়া হরফ শিক্ষা দেওয়া।
(৪) মাখরাজ শিক্ষা দেওয়া।
(৫) তামীযে হরফ শিক্ষা দেওয়া।

* ১নং ঃ ২৯টি হরফকে ৯ ভাগে শিক্ষা দেওয়ার রীতি ঃ

(১) এক লাঠিতে চার হরফ	=	ا	=	ا ل ط ظ	.١
(২) এক নৌকাতে পাঁচ হরফ	=	ٮ	=	ب ت ث ف ك	.٢
(৩) এক টোটা/কোটা ও এক ফালি চাঁদে তিন হরফ	=	ح	=	ح خ ج	.٣
(৪) এক লাঙ্গলে পাঁচ হরফ	=	ڔ	=	ر ز و د ذ	.٤
(৫) তিন দাঁত ও এক ফালি চাঁদে চার হরফ	=	س	=	س ش ص ض	.٥
(৬) পাখির ঠোঁট দিয়া তিন হরফ	=	ع	=	ء ع غ	.٦
(৭) এক ফালি চাঁদে তিন হরফ	=	ں	=	ن ق ل	.٧
(৮) ডাব দিয়া এক হরফ (৪), হার সাত সুরত	=	ه	=	ه هـ ـهـ ـه ـ	.٨
(৯) হাঁস ও দুইটি ডিম দিয়া এক হরফ, ইয়াা। ইয়ার দুই সুরত	=	ي	=	ي ے	.٩

উপরোল্লিখিত ছবক এক একটি হরফ করিয়া প্রথমে লেখা, মাশ্‌ক, তাকরার, (ইশারায় পড়ানো) এবং শ্লেটে পড়াইবার মাধ্যমে শিখাইবেন এবং যে সমস্ত হরফে নুক.তা থাকিবে সেইগুলির নুক.তার মাশ্‌ক, তাকরার ও শ্লেটে পড়াইবার মাধ্যমে সুন্দরভাবে শিক্ষা দিবেন।

বিঃদ্রঃ মুয়াল্লিমদের জন্য তা'লীমুল কুরআনের ভিডিও সিডি রহিয়াছে। প্রশিক্ষণের সিডি দেখিলে উপকৃত হইবেন, তাই সিডি সংগ্রহের সিডির নির্দেশনা দেওয়া হইল।

AHSAN PUBLICATION

বোর্ডের কাজের পরিভাষা ঃ

হরফ শেনাসীর (বর্ণ পরিচয়ের) ১ম কাজ ২৯টি হরফকে ৯ ভাগে ভাগ করিয়া শিশুদের পরিচিত বস্তুর সহিত তুলনা করিয়া বোর্ডে ও শ্লেটে শিক্ষাদান পদ্ধতি বা হরফ শিখাইবার সংলাপমালা

(যেহেতু সংলাপ তাই নিম্নের লেখাগুলো চলতি ভাষায় লেখা হয়েছে)

হরফ শেনাসির ৫টি কাজ শিক্ষার্থীদেরকে মুখস্ত করাবেন। তারপর ২৯টি হরফ ৯ ভাগের প্রত্যেক সবকের প্রথম হরফ লেখা মাশ্‌ক। তাকরার ও শ্লেটে পড়ানোর নিয়ম শেখানোর জন্য যে সংলাপ করতে হয় তা নিম্নরূপ :

নুক.তা ছাড়া হরফে ৪টি কাজ। (১) লেখা (২) মাশ্‌ক (৩) তাকরার (৪) শ্লেটে পড়ানো।

নুক.তাওয়ালা হরফে পাঁচটি কাজ।

৫. নুক.তার মাশ্‌ক।

একটি হরফে যে কাজ ২৯টি হরফে সে কাজ। একটি সবকে যে কাজ ৯টি সবকে সে কাজ। একটি সূচীতে যে কাজ সব কয়টি সূচীতে সে কাজ।

১নং সবকের প্রথম হরফ আলিফ শিখানোর সকল কাজ বোর্ডে করাবার জন্য যে পরিভাষাগুলো ব্যবহার হবে তা নিম্নরূপ ঃ

ওস্তায বোর্ডের পূর্বের সকল কাজ সমাপ্ত করবেন এবং নির্দেশ দিবেন ঃ সবাই ৩ নম্বরে বসুন। শ্লেট হাটুর ওপর, চক হাতে, "নজর বোর্ড", নজরকে সুন্দর করুন। আমি কি করতেছি দেখুন। আমার হাত এখন কোথায়?....... আমার হাত এখন কোন দিকে যাচ্ছে? ۱ আমি এটি কি আঁকলাম?....... (ওস্তাযের হাতের লাঠিটি বোর্ডের লেখার পাশে খাড়া করিয়ে রেখে প্রশ্ন করবেন) আপনারা কি এভাবে একটি লাঠি আঁকতে পারবেন?....... আঁকুন তো, এঁকেছেন?....... দেখান। বেশ....... মাশাা.....আল্লাহ্, খুবই সুন্দর হয়েছে।

শ্লেট হাটুর ওপর, চক হাতে, "নজর বোর্ড", নজরকে সুন্দর করুন। আমার বোর্ডেরটি দেখে বারবার লিখুন এবং মুছুন। (এ নির্দেশ দিয়ে উস্তায ছাত্রদের সফের ভেতর ঢুকে পড়বেন। যে ছাত্র-ছাত্রী লিখতে পারেনি তাদেরকে লেখা শিখাবেন এবং বলবেন– উস্তা (মধ্যমা) ইভহামুন (বৃদ্ধা) আঙ্গুল দিয়ে চক ধরুন। মুসাব্বিহাতুন (তর্জনী) আঙ্গুলী দিয়ে চাপ দিয়ে উপর থেকে নিচের দিকে টান দিন এবং হালকাভাবে ছেড়ে দিন। সুন্দর একটি লাঠি হয়ে যাবে।

(শিক্ষক প্রশ্ন করবেন) লেখা হয়েছে?.......... সবগুলি মুছে শ্লেটের মাঝখানে সুন্দর করে একটি লাঠি আঁকুন। এঁকেছেন? দেখান। বেশ, মা....শাাআল্লাহ্, খুবই সুন্দর হয়েছে। আপনারা সবাই পাশ করেছেন। শ্লেট হাটুর ওপর, হাত লেখার নিচে, "নজর বোর্ড",